দৈনিক সংবাদ

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

93

তারিখ 30 JUN 1989
পৃষ্ঠা 5 কলাম 1

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে

গোপালগঞ্জ, ২৭শে জুন (নিজস্ব সংবাদদাতা)।—কোটালীপাড়া উপজেলায় প্রাথমিক শিক্ষা বিঘ্নিত হচ্ছে। অধিকাংশ বিদ্যালয় জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছে। অনেক বিদ্যালয়েই আসবাবপত্র ও প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষকের অভাব রয়েছে। এছাড়া বই, কাগজ ও অন্যান্য শিক্ষা উপকরণের মূল্যবৃদ্ধি ও অভিভাবকদের আর্থিক সংকট থাকায় উপজেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা আশংকাজনক হারে হ্রাস পাচ্ছে।

উপজেলার ১২টি ইউনিয়নে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা হচ্ছে ১১৬টি। এর মধ্যে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১০৪টি। এবং বেসরকারী বিদ্যালয়ের ১২টি। এই বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো স্থানীয় জনসাধারণের চাঁদা ও প্রচেষ্টায় গড়ে উঠেছে। এর মধ্যে মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও খৃষ্টান মিশনারী পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে ৫টি। উপজেলার ১২টি ইউনিয়নের সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সবগুলোতে এখনো পাকা ভবন গড়ে উঠেনি। অধিকাংশ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় টিনের ছাউনি, চাটাই বা বাঁশের বেড়া দিয়ে তৈরী। প্রয়োজনীয় সংস্কারের অভাবে এসব বিদ্যালয়ের অধিকাংশই বর্তমানে জরাজীর্ণ ও নড়বড়ে হয়ে পড়েছে। গত বন্যায় ও নভেম্বরের ঘূর্ণিঝড়ে বিধ্বস্ত অধিকাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয় এখনো মেরামত করা হয়নি। অনেক বিদ্যালয়েই ক্লাস চলে খোলা আকাশের নীচে। আর যে সকল বিদ্যালয় ভবন পাকা রয়েছে সেগুলোতেও ফাটল ধরেছে। বর্ষা মৌসুমে সেইসব ফাটল দিয়ে পানি চুইয়ে পড়ে। ছাত্র-ছাত্রীদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এসব বিদ্যালয়ে ক্লাস করতে হচ্ছে। অন্য দিকে সরকারী ও বেসরকারী অধিকাংশ বিদ্যালয়েই টেবিল, চেয়ার, বেঞ্চ, ব্লাক বোর্ড ও অন্যান্য আসবাবপত্রের অভাব খুবই তীব্র। আসবাবপত্রের অভাবে অনেক ছাত্র-ছাত্রীকে মেঝেতে বসে বা চাটাই বিছিয়ে ক্লাস করতে হয়। বিদ্যালয়গুলোতে খাবার পানির অভাব রয়েছে। সরকারী ও বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে প্রয়োজনের তুলনায় শিক্ষকের সংখ্যা অনেক কম। উপজেলার ১০৪টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কমপক্ষে ৫০টি শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে।